ইউনিট

২

পৌরনীতির সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক

পৌরনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর আলোচনা থেকে আপনি জানতে পেরেছেন যে, পৌরনীতি নাগরিকতা সম্পর্কিত একটি সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজে বসবাসরত মানুষের নাগরিকতা তথা রাজনৈতিক বিষয়াবলী থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়কে পুরোপুরিভাবে পৃথক করা যায় না। সেজন্য সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার জন্য গড়ে উঠা বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান, যেমন– অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির সাথে পৌরনীতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নিচের আলোচনা থেকে পৌরনীতির সাথে অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও পার্থক্য বুঝা যাবে।

পাঠ– ১ : পৌরনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক বলতে পারবেন।
- পৌরনীতি যে বৃহত্তর সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখা তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১.১ পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান অপেক্ষা পৌরনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। কারণ পৌরনীতি নাগরিক সংক্রান্ত বিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিজ্ঞান। কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়া যেমন নাগরিককে কল্পনা করা যায় না তেমনি নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্রকে কল্পনা করা যায় না। উৎপত্তিগত দিক থেকেও এদের মধ্যে মিল রয়েছে। Civis ও Civitas শব্দদ্বয় হতে পৌরনীতি উৎপত্তি লাভ করেছে। এদের অর্থ যথাক্রমে 'নাগরিক' ও 'নগররাষ্ট্র'। অপরপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Political Science এসেছে Polis ও Politas শব্দ দু'টি থেকে যাদের অর্থ যথাক্রমে 'নগররাষ্ট্র' ও 'নাগরিক'। সুতরাং লক্ষণীয় যে, উৎপত্তিগত মিলের কারণে উভয় বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। রাষ্ট্র, নাগরিক অধিকার, কর্তব্য, আইন, সংবিধান, নির্বাচকমন্ডলী এমনকি জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক সংগঠনও উভয় বিজ্ঞানে আলোচিত হয়ে থাকে। তাই পৌরনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে পার্থক্য এই যে, পৌরনীতিতে নাগরিকতা ও নাগরিকতার স্থানীয় দিককে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়; অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাগরিকের আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক দিক, রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ অগ্রাধিকার লাভ করে। তবে এই পার্থক্যও কেবলমাত্র মাত্রাগত, গুণগত নয়। সুতরাং এ দু'টি শাস্ত্র পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

২.১.২ পৌরনীতি ও অর্থনীতি

পৌরনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। পৌরনীতি মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করে। আর অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা রাজনৈতিক জীবন ও

রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল এবং আরও অনেক অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিষয় দু'টিকে আলাদা করে দেখেননি। তাই বর্তমানকালে এই উভয় সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি ঘটলেও অনেক বিষয় সমভাবে উভয় বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। জাতীয় আয়, বন্টন, কর, সমবায়, শিল্পের জাতীয়করণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বাজেট, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি বিষয় উভয় বিজ্ঞানেরই আলোচনার বিষয়বস্তু। আবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সরকার আইনকানুন, ট্যাক্স, পরিকল্পনা, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তদ্রূপ নির্বাচন, সরকারব্যবস্থা এবং সরকারের নীতিকে শিল্পপতি ও সম্পদশালীরা প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং এ দু'টি সামাজিক বিজ্ঞান আলাদা হলেও এরা একে অপরকে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থায় "সকল শাসন পদ্ধতি তার অনুরূপ সম্পত্তি ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে, একটিকে পরিবর্তন করলে অপরটিও পরিবর্তিত হয়।" ম্যাকাইভারের এই উক্তিটিতে উভয়ের সম্পর্কের চমৎকার প্রতিফলন ঘটেছে।

২.১.৩ পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞান

সমাজবিজ্ঞান একটি বৃহৎ সামাজিক বিজ্ঞান। যা অসংঘবদ্ধ অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সংঘবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি কেবলমাত্র সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি অপেক্ষা প্রাচীন ও বিস্তৃত বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান যদি হয় একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ তবে পৌরনীতি তার শাখামাত্র। সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতির সূতিকাগার। পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানের নিকট থেকে সমাজের প্রাচীন রূপ, সমাজের উৎপত্তি, প্রাচীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা লাভ করে। অপরপক্ষে সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতির নিকট থেকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, আইন, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সমাজ জীবনে রাজনৈতিক প্রতিফলনের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। তাই গেটেল বলেন, "সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এবং আইনের মতবাদের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তা সমাজবিজ্ঞানের নির্দেশিত পথেই ঘটেছে।" এরিস্টটল সমাজকে রাষ্ট্র থেকে আলাদাভাবে ভাবেননি। তিনি মানুষকে একাধারে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব বলেছেন। অনেক বড় বড় সমাজবিজ্ঞানীই সার্থক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। বিষয় দু'টি আলাদা হলেও এদের মধ্যে বিষয়বস্তুগত মিল রয়েছে। তাই এরা একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং সম্পূরক হিসেবে কাজ করে।

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। এর মূল আলোচ্য বিষয় নাগরিক হলেও পৌরনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। রাষ্ট্রীয় জীবনে পৌরনীতি ও অর্থনীতি পরস্পরকে প্রভাবিত করে। সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করে আর পৌরনীতি কেবলমাত্র মানুষের রাজনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন দু'টি শব্দ থেকে Political Science শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে ?

ক. Politas ও Science খ. Polis ও Politas
গ. Politas ও Civis ঘ. Politas ও Civitas

২। মানুষ কি ধরনের জীব ?

ক. সামাজিক ও রাজনৈতিক খ. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক
গ. ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক ঘ. রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক

পাঠ- ২ : পৌরনীতির সাথে ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, ভূগোল ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক বলতে পারবেন।
- পৌরনীতি ও ভূগোলের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।

২.২.১ পৌরনীতি ও ইতিহাস

পৌরনীতি ও ইতিহাস পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইতিহাসের তথ্যের উপর পৌরনীতির তত্ত্ব নির্ভরশীল। অতীতের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, নাগরিকতার রূপ এবং এগুলোর ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে ইতিহাস যে তথ্য সরবরাহ করে তার উপর নির্ভর করে পৌরনীতির তত্ত্বগুলো গড়ে উঠে। লর্ড এ্যাকটন তাই বলেন, "ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণরেণুর মত রাজনীতি বিজ্ঞান জমা হয়ে উঠেছে।" অপরদিকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ইতিহাসের আলোচনা কল্পকাহিনী মাত্র। এক্ষেত্রে ইতিহাস পৌরনীতির উপর নির্ভরশীল। সিলি বলেন, "ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি নেই এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাসের কোন মূল্য নেই।" তাই ইতিহাস ও পৌরনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তবে এত গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ ইতিহাস সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, যুদ্ধ, জয়-পরাজয় ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থার দর্পণ। অপরপক্ষে পৌরনীতি মুখ্যত নাগরিকতা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। তবে এদের মধ্যে যে পার্থক্য তা পরিমাণগত। কিন্তু নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ হতে এরা পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

২.২.২ পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্র

পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয় বিজ্ঞানেরই লক্ষ্য মানবকল্যাণ সাধন করা। পৌরনীতির বিষয়বস্তু, যেমন– রাষ্ট্র, সরকার ও আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজকে সুশৃংখল করে। অপরপক্ষে নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হল ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি। এগুলো সমাজে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় কাজ ও ধারণার যৌক্তিকতা নিরূপণ করে। পৌরনীতি মানুষের বাহ্যিক এবং নীতিশাস্ত্র অভ্যন্তরীণ দিক নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। নৈতিকতার মানদন্ডে রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। নীতিহীন আইন সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য লাভ করতে পারে না। অপরপক্ষে রাষ্ট্রের আইন নৈতিকতাকে প্রভাবিত করে। সমাজের অনেক কুপ্রথা আইনের দ্বারা পরিশীলিত হয়ে এক পর্যায়ে গৃহীত নীতিতে পরিণত হয়। তাই এ দু'টি বিষয় একে অপরের উপর সার্বক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করে। এরা পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক।

২.২.৩ পৌরনীতি ও ভূগোল

পৌরনীতি ও ভূগোল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান। অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি রাষ্ট্রকে ভূখন্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বলেছেন। ভৌগোলিক আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে রাজনৈতিক আচরণ এবং আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। অবশ্য অনেক পূর্বেই ইবনে খালদুন ও মন্তেঁস্কু (Montesque) রাজনীতির উপর ভৌগোলিক আবহাওয়া ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ভৌগোলিক কারণে অনগ্রসর অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে আঞ্চলিকতা ও প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতির সৃষ্টি হয় এং তা রাজনৈতিক অখন্ডতার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থা প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং রাজনৈতিক পরিমন্ডলে পৌরনীতি ও ভূগোলের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

২.২.৪ পৌরনীতি ও মনোবিজ্ঞান

পৌরনীতি ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নাগরিকদের রাজনৈতিক আচরণ, সরকারের প্রতি সমর্থন বা বিরোধিতা, দলব্যবস্থা, জনমত, সাম্যের ধারণা, জাতীয়তা ও সরকারব্যবস্থা প্রভৃতি ধারণাগুলো মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হয়। ডঃ গার্নার যথার্থই বলেছেন, "শাসন ব্যবস্থায় শাসিতের মানসিক ধ্যান ধারণার যথার্থ প্রতিফলন ঘটলেই সেই সরকার স্থিতিশীল ও জনপ্রিয় হয়।" বিভিন্ন দল ও মতের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ, বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ, সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অসন্তোষের কারণ ও সমাধান মনোবিজ্ঞানের সূত্র থেকে লাভ করা যেতে পারে। বর্তমানে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক অনেক তত্ত্ব ও ধারণার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে পৌরনীতির উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুত পৌরনীতির সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞানগুলি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু যেহেতু জীবনের একটি দিককে অন্য দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে বি□ছন্ন করা যায় না সেহেতু মানুষকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ আলাদা করে আলোচনা করা যায় না। বরং একটি বিষয়কে পরিপূর্ণরূপে অনুধাবনের জন্য অন্য বিষয়ের পরিপূরক হিসেবে আলোচনা করতে হয়। আর এজন্যই পৌরনীতির সাথে ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, ভূগোল ও মনোবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। "ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণরেণুর মত রাজনীতি বিজ্ঞান জমা হয়ে উঠেছে" –উক্তিটি কে করেছেন ?
ক. ম্যাকাইভার খ. মার্কস
গ. এরিষ্টটল ঘ. লর্ড এ্যাকটন

২। কোনটি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় ?
ক. সভ্যতা-সংস্কৃতি খ. নাগরিকতা
গ. উচিত-অনুচিত কাজ ঘ. গ্রহণীয় ও বর্জনীয় কাজ

৩। অধ্যাপক Harold. J. লাস্কি কাকে ভূ-খন্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বলেছেন ?
ক. স্কুল খ. কারখানা
গ. রাষ্ট্র ঘ. জাতিসংঘ

৪। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অসন্তোষের কারণ ও সমাধান কোন সামাজিক বিজ্ঞানের সূত্র থেকে লাভ করা যেতে পারে?
ক. পৌরনীতি খ. মনোবিজ্ঞান
গ. অর্থনীতি ঘ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। "পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত" – উক্তিটি আলোচনা করুন। –২.১.১
২। "পৌরনীতি ও অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক" – ব্যাখ্যা করুন। –২.১.২
৩। "সমাজ বিজ্ঞান পৌরনীতির সূতিকাগার" – সত্যতা যাচাই করুন। –২.১.৩
৪। "পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্র পরস্পর অবিচ্ছিন্ন" – আলোচনা করুন। –২.২.২
৫। "পৌরনীতি ও মনোবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত" – ব্যাখ্যা করুন। –২.২.৪
৬। পৌরনীতির উপর ভূগোলের প্রভাব বর্ণনা করুন। –২.২.৩

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পৌরনীতি কি? পৌরনীতিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন। –১.১.১ ও ২.১.১

২। পৌরনীতির সাথে অর্থনীতির সম্পর্কের বিবরণ দিন। –২.১.২

৩। পৌরনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন। –২.১.৩

৪। পৌরনীতির সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয় করুন। –২.২.১

৫। পৌরনীতির সাথে নীতিশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বর্ণনা করুন। –২.২.২ ও ২.২.৪

৬। পৌরনীতির সাথে ভূগোল ও মনোবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিন। –২.২.৩ ও ২.২.৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। খ, ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ঘ, ২। ক, ৩। গ, ৪। খ